জিহাদের ইস্তিতাআত ও সামর্থ্য

প্রশ্ন:

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ ...

শ্রদ্ধেয় শায়খ! আমি একটি মাসআলা জানতে চাই। তা হল, ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য الاستطاعة তথা সামর্থ্য থাকার শর্ত করেছেন। জিহাদের ক্ষেত্রে এই সামর্থ্য দ্বারা উদ্দেশ্য কী? দ্বিতীয়ত, আমাদের জানামতে কোন কাজ ফরয হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা দুই প্রকার: এক. কাজটি ব্যক্তির উপর ফরয হওয়ার জন্য শর্ত; দুই. ফরয হওয়া কাজটির সম্পাদন বা আদায় ফরয হওয়ার শর্ত। জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকার শর্তটি উল্লিখিত দু'রকমের শর্তের কোনটিতে পড়ে? الاستطاعة তথা সামর্থ্য থাকা কী জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত, না ফরয হয়ে থাকা জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায়ের শর্ত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ ...

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বান্দার উপর যেসকল বিধান ফরয করেছেন, জিহাদ তার অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

"তোমাদের উপর কিতাল ফরজ করা হয়েছে, কিন্তু তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছো, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত (ভাল-মন্দের কথা) আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।"- বাকারা ২১৬

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাক, যতক্ষণ না (যাবতীয়) ফিতনার (চূড়ান্ত) অবসান হয় এবং আল্লাহর (যমিনে আল্লাহর দেয়া) জীবনব্যবস্থা (পূর্ণাঙ্গরূপে) ক্ষমতাসীন হয়। অতঃপর যদি তারা (ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জিযিয়া প্রদান করে কুফর থেকে) বিরত হয়, তাহলে তাদের সাথে কোন বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তবে যারা নিজেরাই জালিম তাদের কথা ভিন্ন।”- বাকারা ১৯৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ – البقرة 191

“তোমরা যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে। যেসব স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছে, তোমারাও তাদের সেসব স্থান হতে বের করে দাও। (জেনে রেখো) ফিতনা (দাঙ্গা হাঙ্গামা ও) হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। (লড়াই করার ব্যাপারে আরেকটি কথা মনে রাখবে) মসজিদে হারামের আশেপাশে তোমরা কখনও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি সেখানে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে (প্রতিরোধের জন্য) তোমরাও লড়াই কর। এটাই হচ্ছে কাফেরদের যথাযথ শাস্তি।”- বাকারা ১৯১

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়- তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’- তাওবা: ৫

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মু’মিনদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত করবেন। তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”–সূরা তাওবা, আয়াত ১৪-১৫

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

“তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম- যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।”–সূরা তাওবা, আয়াত ২৯

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

“তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।”- নিসা ৭৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" .

“তোমরা নিজেদের জান, মাল ও যবান দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।” - সুনানে আবু দাউদ, ২৫০৬

অপর হাদীসে ইরশাদ করেন,

"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" .

“(মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরয) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।”–সহীহ বুখারী, ২৭৮৩ সহীহ মুসলিম ১৩৫৩

এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসে আল্লাহ ও তার রাসূল জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। নামায-রোযাসহ দ্বীনের অন্য সকল বিধানের আদেশ আল্লাহ ও তার রাসূল যেভাবে দিয়েছেন, জিহাদের আদেশও সেভাবেই দিয়েছেন। বরং জিহাদের ব্যাপারে এতো সুস্পষ্ট ও এত অসংখ্য আয়াত-হাদিস এসেছে এবং জিহাদ তরক করার ভয়াবহ দুনিয়াবি ও পরকালীন শাস্তির কথা এত আয়াত ও হাদিসে এসেছে, যা দ্বীনের অন্য কোন বিধানের বেলায় আসেনি। অতএব, দ্বীনের অন্যান্য বিধান যেমন ফরয, জিহাদও তেমনি ফরয। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার সকল বিধানই বান্দার الاستطاعة তথা সামর্থ্য বিচারে আরোপিত হয়ে থাকে। সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব কাউকে তিনি দেন না। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“আল্লাহ তায়ালা কারো উপর তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।”–সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৬

সে হিসেবে জিহাদের ফরয বিধানটিও বান্দার সামর্থ্য বিচারে আরোপিত হবে। তবে দায়িত্বটি পালনের সামর্থ্য বান্দার আছে কি না এবং কতটুকু সামর্থ্য থাকলে বান্দার উপর তা ফরয হবে- এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালাই চূড়ান্ত। নিজে থেকে কিছু বলার সুযোগ নেই।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহে আমরা দেখেছি, মুতলাক তথা নিঃশর্তভাবে জিহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, জিহাদ সকলের উপরই ফরয। তবে যারা একান্তই মা’জূর, আল্লাহ তাআলা তাদের অক্ষমতার অনুপাতে তাদেরকে সে পরিমাণ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

“(যুদ্ধ না করাতে) অন্ধ ব্যক্তির কোন গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই।”-সূরা ফাতহ: ১৭

এখানে তিন শ্রেণীর মা'যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে: ১. অন্ধ; ২. খোঁড়া; ৩. রুগ্ন।

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾

"দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সৎলোকদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন – এই আশায় তারা আপনার নিকট আসল আর আপনি তাদেরকে বললেন, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।"- সূরা তাওবা: ৯১-৯২

এখানে আরোও দুই শ্রেণীর মা'যুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে: ১. দুর্বল; ২. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি।

এই দুই আয়াতসহ অন্যান্য আয়াত, হাদিস ও শরীয়তের উসূল-মূলনীতির আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিকে মা'যুর বলে গণ্য করেছেন: ১. অন্ধ; ২. খোঁড়া; ৩. অত্যধিক রুগ্ন; ৪. অতিশয় দুর্বল; ৫. অতি বৃদ্ধ; ৬. পঙ্গু; ৭. যার হাত নেই; ৮. যাদের কাছে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং তাতে খরচ করার মত কোন অর্থকড়ি এবং বাহন নেই। আর বাইতুল মাল বা অন্য কারো থেকেও তাদের খরচের ব্যবস্থা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, এসকল ব্যক্তি তখনই মা'যুর বলে গণ্য হবে যখন এসব ওজর এমন পর্যায়ের হবে যে, তাদের পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভবপর নয়।

অতএব,

- কিছুটা ঝাপসা দেখে;
- সামান্য খোঁড়া, কিন্তু যুদ্ধ করতে সক্ষম;
- হালকা অসুস্থ;
- কিছুটা দুর্বল;
- বৃদ্ধ, তবে অতি বৃদ্ধ নয়, যুদ্ধে সক্ষম;
- হস্ত-পদ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিছুটা সমস্যা আছে, তবে তা যুদ্ধের একবারে প্রতিকূল নয়;
- গরীব, তবে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার এবং খরচ বহন করার মত সামর্থ্য আছে। কিংবা বাইতুল মাল থেকে তাকে জিহাদের খরচ দেয়া হচ্ছে বা অন্য কেউ তার খরচ বহন করছে;

এমনসব ব্যক্তি মা'যুর নয়। সুস্থ ব্যক্তির উপর যেমন সশস্ত্র জিহাদ ফরয, তাদের উপরও তেমনি ফরয।

ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط؛ الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة. فأما الإسلام والبلوغ والعقل، فهي شروط لوجوب سائر الفروع، ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد، والمجنون لا يتأتى منه الجهاد والصبي ضعيف البنية، وقد روى ابن عمر، قال: «عرضت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني في المقاتلة» . متفق عليه.

وأما الحرية فتشترط؛ لما روي أن النبي – ﷺ – «كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد» ، ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد، كالحج. وأما الذكورية فتشترط؛ لما روت عائشة، قالت: «يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه؛ الحج، والعمرة» . ولأنها ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخورها، ولذلك لا يسهم لها. ولا يجب على خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم كونه ذكرا، فلا يجب مع الشك في شرطه.

وأما السلامة من الضرر، فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض، وهو شرط؛ لقول الله تعالى {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}. ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد؛ فأما العمى فمعروف، وأما العرج، فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي الجيد والركوب، كالزمانة ونحوها، وأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي، وإنما يتعذر عليه شدة العدو، فلا يمنع وجوب الجهاد؛ لأنه ممكن منه، فشابه الأعور.

وكذلك المرض المانع هو الشديد، فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد، كوجع الضرس والصداع الخفيف، فلا يمنع الوجوب؛ لأنه لا يتعذر معه الجهاد، فهو كالعور. وأما وجود النفقة، فيشترط؛ لقول الله تعالى {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله} [التوبة: 91] ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة، فيعتبر القدرة عليها. اهـ المغني لابن قدامة 9\197-198

"জিহাদ ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি: ১. ইসলাম (তথা মুসলিম হওয়া); ২. বালেগ হওয়া; ৩. আকেল হওয়া (পাগল না হওয়া); ৪. স্বাধীন হওয়া; ৫. পুরুষ হওয়া; ৬. শারীরিক সক্ষমতা থাকা এবং ৭. ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য থাকা।

মুসলিম, আকেল ও বালেগ হওয়া (জিহাদসহ) দ্বীনের শাখাগত যাবতীয় বিধান ফরয হওয়ার জন্যই শর্ত। কারণ, কাফের জিহাদের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়। পাগলের দ্বারা জিহাদ সম্ভব নয়। আর শিশুর শারীরিক গঠন দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আনা হল। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ। তিনি আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি'। - বুখারী, মুসলিম

স্বাধীন হওয়ার শর্তটি করা হয়েছে, কারণ বর্ণিত আছে যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন ব্যক্তিদের থেকে মুসলমান হওয়া ও জিহাদ করা উভয়ের বাইয়াত নিতেন, আর গোলামদের থেকে জিহাদ বাদে শুধু মুসলমান হওয়ার বাইয়াত নিতেন'। তাছাড়া জিহাদ এমন একটি ইবাদত যা দূরত্ব অতিক্রমের সাথে সম্পৃক্ত; তাই গোলামের উপর হজ্ব যেমন ফরয নয়, এটিও ফরয হবে না।

পুরুষ হওয়ার শর্ত করা হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে। তিনি আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলাদের উপর কি জিহাদের দায়িত্ব আছে'? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'জিহাদ আছে, তবে এমন জিহাদ যাতে কিতাল নেই। আর তা হল, হজ্ব ও উমরা'। তাছাড়া মহিলারা শারীরিক দুর্বলতা ও ভীরুতার দরুন কিতালের উপযুক্ত নয়। এ কারণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের (পুরুষদের মতো) হিস্যা নেই।

হিজড়া; যে পুরুষ না মহিলা- কোনটা স্পষ্ট নয়, তার উপরও জিহাদ ফরয নয়। কেননা, সে পুরুষ হওয়াটা নিশ্চিত নয়। শর্তে সন্দেহ থাকায় ফরয হবে না।

(ষষ্ঠ শর্ত) শারীরিক সক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য- অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব ও অসুস্থতা মুক্ত হওয়া। এটিও শর্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন- '(যুদ্ধ না করাতে) অন্ধ ব্যক্তির কোন গুনাহ নেই,

খোঁড়া ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই'। [সূরা ফাতহ: ১৭] তাছাড়া এসব উজর জিহাদের পথে প্রতিবন্ধক। অন্ধত্বের ব্যাপারটি তো স্পষ্টই। পঙ্গুত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য এত বেশি পঙ্গুত্ব যে, ভালভাবে হাঁটা ও আরোহণ করা যায় না। যেমন: পক্ষাঘাত বা এজাতীয় পঙ্গুত্ব। পক্ষান্তরে স্বল্প পঙ্গুত্ব; যা সহ আরোহণ ও হাঁটা-চলা সম্ভব, কিন্তু জোরে দৌড়ানো কষ্টসাধ্য, তা জিহাদ ফরয হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, তার পক্ষে জিহাদ করা সম্ভব। সে এক চোখ অন্ধ ব্যক্তির ন্যায়।

এমনিভাবে যে অসুস্থতা জিহাদের পথে প্রতিবন্ধক, তা হল অত্যধিক অসুস্থতা। সামান্য অসুস্থতা; যা নিয়ে জিহাদ করা অসম্ভব নয়; যেমন: সামান্য দাঁত ব্যথা বা মাথা ব্যথা- তা জিহাদ ফরয হওয়ার প্রতিবন্ধক হবে না। কারণ, এমন অসুস্থতা নিয়ে জিহাদ করা অসম্ভব নয়। এটি এক চোখ কানা হওয়ারই মতো।

জিহাদের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য থাকার শর্ত করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর কারণে, 'দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়।' [তাওবা: ৯১] তাছাড়া অস্ত্র ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। তাই এর সামর্থ্যের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।" - আলমুগনী, ৯/১৯৭-১৯৮

[আরা দেখুন- 'বাদায়িউস সানায়ে': ৬/৫৮-৫৯, ফাতাওয়া শামী: ৬/২০১-২০৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি পরিষ্কার, মা'জূর নয় এমন সকল আকেল-বালেগ-স্বাধীন পুরুষের উপর জিহাদ ফরয।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত যে সকল ব্যক্তিকে মা'জূর গণ্য করা হয়েছে, তাদেরকে স্বশরীরে স্বশস্ত্র জিহাদের বেলায় মা'জূর ধরা হয়েছে। অর্থাৎ স্বশরীরে ময়দানে উপস্থিত হয়ে স্বশস্ত্র জিহাদ তাদের উপর ফরয নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের উপর জিহাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। কেননা, জিহাদ একটি বিস্তৃত আমল যা জান, মাল, যবান ও সম্ভাব্য সকল পন্থায় করতে হয়। যার যতটুকু ইস্তিতাআত তথা সামর্থ্য আছে, তার উপর ততটুকু ফরয। যতটুকুতে সামর্থ্য নেই, ততটুকু মাফ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"তোমরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর।"–সূরা তাগাবুন, আয়াত ১৬

পূর্ণ ইস্তিতাআত না থাকলে যতটুকুর আছে ততটুকু আদায় করতে হবে। ততটুকু আদায় না করে বসে থাকার সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য পরিমাণ আদায় করেনি, সে আল্লাহকে তার সামর্থ্যানুযায়ী ভয় করেনি, বরং আল্লাহর নাফরমানী করেছে।

জিহাদের ইস্তিতাআতের ব্যাপারে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, অনেকের ধারণা, জিহাদ হল শুধু সরাসরি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা এবং অস্ত্র নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম। শারীরিকভাবে লড়াইয়ের উপযুক্ত না হলে বা সার্বিক বিবেচনায় লড়াইয়ে পেরে উঠা যাবে না মনে হলে জিহাদ ফরয নয় বা জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি হয়ে গেছে মনে করেন। অথচ জিহাদ শুধু লড়াইকেই বলে না। জিহাদে লড়াই মুখ্য হলেও লড়াই সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও জিহাদ। কাফেরের বিরুদ্ধে জান, মাল ও যবানের ব্যবহার- এ সবগুলোই জিহাদ। যে মুসলিম লড়াইয়ের সামর্থ্য রাখে, তার উপর লড়াই ফরয। যার লড়াইয়ের করার সামর্থ্য নেই তবে অর্থ আছে, তার উপর অর্থ দিয়ে জিহাদ করা ফরয। যার উভয়টি আছে তার জন্য উভয়টি দিয়েই জিহাদ করা ফরয। আর যার কোনটিই নেই, তার জন্য যবান দিয়ে জিহাদ করা ফরয। যেমন- কাফেরদের হুমকি ধমকি দেয়া, তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া, জিহাদের ব্যাপারে তাদের ছড়ানো সংশয় নিরসন করা, মুসলমানদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা, মুজাহিদদের জন্য দুআ করা, তাদের খবরাখবর পৌঁছানো, মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনা করা- ইত্যাদি।

তদ্রূপ আপাতত মোকাবেলা করার সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ জরুরী। সামর্থ্য না থাকায় মোকাবেলার দায়িত্ব থেকে আপাতত মাফ পেলেও ই'দাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেই।

মোটকথা- জান দিয়ে সক্ষম না হলে মাল ও যবান দিয়ে করতে হবে। মোকাবেলায় সক্ষম না হলে ই'দাদ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"-সূরা তাওবা, আয়াত ৪১

অপর আয়াতে বলেন-

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।"–সূরা সাফ, আয়াত ১০-১১

অন্য আয়াতে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ্ মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সাথে) যে লেন-দেন করেছো, তার উপর আনন্দিত হও। আর এটাই মহা সাফল্য।"- তাওবা ১১১

অন্য আয়াতে বলেন,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

"যেসকল মুসলমান কোনও ওজর না থাকা সত্ত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"- সূরা নিসা: ৯৫

অন্যত্র বলেন,

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46)

“যারা আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, তারা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া থেকে অব্যাহতি চাইতে আপনার কাছে আসবে না। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের ব্যাপারে ভালভাবে অবগত আছেন। অব্যাহতি চাইতে তো আসবে তারা, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সংশয়যুক্ত; ফলত তারা নিজেদের সংশয়ে দোদুল্যমান। যদি তারা – যুদ্ধে – বের হওয়ার ইচ্ছা রাখতো, তাহলে তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের বের হওয়াটা আল্লাহর পছন্দনীয় হয়নি, তাই তিনি তাদেরকে (এ থেকে) বিরত রাখলেন এবং (তাদের) বলা হল, যারা পেছনে বসে আছে, তোমরা তাদের সাথেই বসে থাক।”- তাওবা ৪৪-৪৬

জান-মাল দিয়ে জিহাদ না করার বাহানা খোঁজায় এবং যথাযোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের তিরস্কার করেছেন।

অন্যত্র বলেন-

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

“আর দেহাতীদের মধ্য থেকেও অজুহাত প্রদর্শনকারীরা আসল, যেন তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলেছিল, তারা সকলে জিহাদ হতে বিরত রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফর অবলম্বন করেছে অচিরেই তাদের উপর আপতিত হবে যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে। দুর্বল লোকদের কোনও গুনাহ নেই এবং পীড়িত ও সেই সকল লোকেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি কল্যাণকামী থাকে।” –সূরা তাওবা ৯০-৯১

যাদের জান-মাল দিয়ে জিহাদের সামর্থ্য নেই, তাদেরকেও জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আল্লাহ ও রাসূলের কল্যাণকামিতামূলক যা কিছুই তারা করতে সক্ষম তা করে হলেও জিহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে-

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“তোমরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর।”–সূরা তাগাবুন, আয়াত ১৬

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" .

“তোমরা নিজেদের জান, মাল ও যবান দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।” - সুনানে আবু দাউদ, ২৫০৬

অন্য হাদিসে বলেন-

"من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا"

“যে ব্যক্তি (জিহাদের সরঞ্জাম ও খরচাদি সরবরাহ করে) আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদকে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করে দিল, সেও জিহাদ করল। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে উত্তমভাবে তার পরিবারের দেখাশুনা করল, সেও জিহাদ করল।”- বুখারি ২৬৮৮; সহীহ মুসলিম, ৫০১১

আরেক হাদীসে বলেন-

"إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به".

“আল্লাহ তায়ালা একটি তীরের মাধ্যমে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তীর প্রস্তুতকারী, যে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তীর তৈয়ার করেছে; তীর নিক্ষেপকারী ও নিক্ষেপকারীকে তীর সরবরাহকারী।”–সুনানে তিরমিযী, ১৬৩৭

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ হতে স্পষ্ট যে, জিহাদ শুধু লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও জিহাদ। এবার আলোচ্য বিষয়ে আইম্মায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য পেশ করছি:

ইমাম আবুবকর জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) সূরা তাওবার ৩৮ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন-

"فأكد الله تعالى فرض الجهاد على سائر المكلفين بهذه الآية وبغيرها على حسب الإمكان فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ﴿فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين﴾ فأوجب عليه فرض الجهاد من وجهين أحدهما بنفسه ومباشرة القتال وحضوره والآخر بالتحريض والحث والبيان لأنه ﷺ لم يكن له مال فلم يذكر فيما فرضه عليه إنفاق المال وقال لغيره ﴿انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾ فألزم من كان من أهل القتال وله مال فرض الجهاد بنفسه وماله ثم قال في آية أخرى ﴿وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾ فلم يخل من أسقط عنه فرض الجهاد بنفسه وماله للعجز والعدم من إيجاب فرضه بالنصح لله ورسوله فليس أحد من المكلفين إلا وعليه فرض الجهاد على مراتبه التي وصفنا."

“আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত ও অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে সব মুকাল্লাফের উপর সামর্থ্য অনুপাতে জিহাদের ফরযিয়্যাতের বিষয়টি মজবুতভাবে সাব্যস্ত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন-

﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

‘(হে নবী) আপনি (একাকী হলেও) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করুন। আপনার উপর আপনার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার বর্তাবে না। তবে আপনি মুমিনদেরকে (জিহাদের জন্য) উৎসাহ দিতে থাকুন।’ –সূরা নিসা ৮৪

আল্লাহ তায়ালা রাসূলের উপর জিহাদ ফরয করেছেন দুইভাবে: এক. জান দিয়ে এবং সরাসরি যুদ্ধ ও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে; দুই. উৎসাহদান ও বয়ানের মাধ্যমে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পদ ছিল না বিধায় তার ফরয দায়িত্বের মধ্যে মাল ব্যয় করার কথাটি বলেননি। রাসূল ব্যতীত অন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন-

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾

‘তোমরা বের হয়ে পড় অল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে’।–সুরা তাওবা ৪১

যারা যুদ্ধে সক্ষম ও সম্পদধারী এ আয়াতে তাদের উপর জান মাল উভয়টি দিয়ে জিহাদ করা ফরয করেছেন।

অন্য আয়াতে বলেন-

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

‘আর দেহাতীদের মধ্য থেকেও অজুহাত প্রদর্শনকারীরা আসল, যেন তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলেছিল, তারা সকলে জিহাদ হতে বিরত রইল। তাদের মধ্যে যারা কুফর অবলম্বন করেছে অচিরেই তাদের উপর আপতিত হবে যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে। দুর্বল লোকদের কোনও গুনাহ নেই এবং পীড়িত ও সেই সকল লোকেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি কল্যাণকামী থাকে।’ -সূরা তাওবা ৯০-৯১

শারীরিক অক্ষমতা ও সম্পদহীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার ফরয দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিয়েছেন, তারাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কল্যাণকামিতার মাধ্যমে জিহাদ করার ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। অতএব, প্রত্যেক মুকাল্লাফের উপরই (কোন না কোনভাবে) জিহাদের ফরয দায়িত্ব রয়েছে। তবে তা পূর্বোক্ত স্তর হিসেবে।" –আহকামুল কুরআন ৩/১৪৮

উল্লেখ্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কল্যাণকামিতা একটি ব্যাপক অধ্যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে: জিহাদের ইলম অর্জন করা, হকপন্থী মুজাহিদদের চেনা, তাদের মহব্বত করা, কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা, সামর্থ্য পেলেই জিহাদে বের হবার দৃঢ় সংকল্প রাখা, মুজাহিদদের খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের পরিবারের দেখাশুনা করা, তাদের খবরাখবর উম্মাহ ও তাদের পরিবারের কাছে এবং উম্মাহ ও তাদের পরিবারের খবরাখবর তাদের কাছে পৌঁছানো, সামর্থ্যানুযায়ী তাদের সহায়তা করা, তাদের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া, মুসলমানদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা- ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় এই কল্যাণকামিতার মধ্যে শামিল। যাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার সামর্থ্য নেই, তারা এ ধরণের কাজের মাধ্যমে জিহাদে শরীক হবে। কেবল তখনই তারা জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে; অন্যথায় নয়।

জাসসাস রহ. সামনে গিয়ে বলেন-

"عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) فأوجب الجهاد بكل ما أمكن الجهاد به."

"হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা জান, মাল ও যবান দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর'। এখানে সম্ভাব্য সকল পন্থায় জিহাদ করা ফরয করেছেন।"–আহকামুল কুরআন ৩/১৪৯

একই সূরার ৪১ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন-

"وقوله: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا، فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو به، كما أن من له قوة وجلد، وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه، وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه، ومن قوي على القتال، وله مال

فعليه الجهاد بالنفس والمال، ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله بقوله: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾ .".

"আল্লাহ তাআলার বাণী- 'আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর'। আল্লাহ তাআলা মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করা ফরয করেছেন। যার মাল আছে কিন্তু সে অসুস্থ কিংবা পঙ্গু বা দুর্বল, যার ফলে সে কিতাল করার সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য মাল দিয়ে জিহাদ করা ফরয। তা এভাবে যে, সে অন্যকে মাল দিয়ে দেবে। ঐ ব্যক্তি এ মাল দিয়ে যুদ্ধ করবে। আর যার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আছে এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম, সে যদি সম্পদশালী এবং প্রাচুর্য্যের অধিকারী নাও হয়, তবুও জিহাদে পৌঁছার মত খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধে শরীক হতে হবে। যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তার মালও আছে, তাকে জান ও মাল উভয়টি দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আর যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও নেই, তার জন্য 'আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা'র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: 'দুর্বল লোকদের জিহাদে না যাওয়াতে কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়'।"-আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১

সূরা তাওবার ৪৪ নং আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন-

"وهذه الآية أيضا تدل على وجوب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا لأنه قال تعالى أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فذمهم على الاستئذان في ترك الجهاد بهما والجهاد بالمال يكون على وجهين أحدهما إنفاق المال في إعداد الكراع والسلاح والآلة والراحلة والزاد وما جرى مجراه مما يحتاج إليه لنفسه والثاني إنفاق المال على غيره مما يجاهد ومعونته بالزاد والعدة ونحوها والجهاد بالنفس على ضروب منها الخروج بنفسه ومباشرة القتال ومنها بيان ما افترض الله من الجهاد وذكر الثواب الجزيل لمن قام به والعقاب لمن قعد عنه ومنها التحريض والأمر ومنها الإخبار بعورات العدو وما يعلمه من مكايد الحرب وسداد الرأي وإرشاد المسلمين إلى الأولى والأصلح في أمر الحروب ... ونحو ذلك من كل قول يقوي أمر المسلمين ويوهن أمر العدو."

"এই আয়াতটিও জান মাল সব দিয়ে জিহাদ ফরয হওয়ার প্রতি নির্দেশ করছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন, أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم – 'তারা নিজেদের সম্পদ ও জান দিয়ে জিহাদ করতে ...'। জান মাল দিয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের তিরস্কার করেছেন।

মাল দিয়ে জিহাদ দুই ভাবে হতে পারে: এক. ঘোড়া, অস্ত্র, বাহন, সফরের পাথেয় এবং এ জাতীয় নিজের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ প্রস্তুত করণে মাল খরচ করা; দুই. জিহাদে যাবে এমন কাউকে মাল দেওয়া এবং পাথেয় ও যুদ্ধসামগ্রী ইত্যাদী দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা।

জান দিয়ে জিহাদ কয়েক ভাবে হতে পারে: ১. নিজে জিহাদে বের হওয়া ও সরাসরি ক্বিতালে অংশ নেওয়া; ২. আল্লাহ তায়ালা যে জিহাদ ফরয করেছেন তা বয়ান করা এবং এ ফরয যে আঞ্জাম দিবে তার প্রচুর সাওয়াব প্রাপ্তির কথা ও যে পরিত্যাগ করবে তার শাস্তির কথা বয়ান করা; ৩. উদ্বুদ্ধ করা ও জিহাদের নির্দেশ দেওয়া; ৪. শত্রুদের গোপন সংবাদ অবগত করা, নিজের জ্ঞাত যুদ্ধকৌশল ও সঠিক মতামত জানানো এবং মুসলিমদেরকে যুদ্ধ সংক্রান্ত সঠিক ও উপযোগী পথের দিকনির্দেশনা দেয়। ... এছাড়াও এমন প্রত্যেক কথা যার দ্বারা মুসলিমদের শক্তিশালী ও কাফিরদের দুর্বল করতে পারে।” –আহকামুল কুরআন ৩/১৫৩

লড়াইয়ের পাশাপাশি জিহাদের অন্যান্য সূরতের আলোচনা করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন-

"والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله فى أصح قولى العلماء وهو احدى الرواتيين عن أحمد فان الله أمر بالجهاد بالمال والنفس فى غير موضع من القرآن وقد قال الله تعالى ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ وقال النبى صلى الله عليه و سلم (اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أخرجاه فى الصحيحن فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن."

“বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: শারীরিকভাবে জিহাদে অক্ষম ব্যক্তিকে তার মাল দিয়ে জিহাদ করতে হবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ রহ. এরও একই মত। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক স্থানে মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এও বলেছেন: ‘তোমরা তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর’। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: ‘যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ দেই, তার যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায় ততটুকু আদায় কর’। ইমাম বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. সহীহাইনে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি শারীরিক জিহাদে অক্ষম তার থেকে মালের জিহাদ মাফ হয়ে

যাবে না। যেমন মাল দিয়ে যে জিহাদ করতে অক্ষম তার থেকে শারীরিক জিহাদ মাফ হয়ে যায় না।"- মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৮৭

তিনি আরো বলেন:

"فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله ففى الصحيحين عن النبى انه قال (من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى اهله بخير فقد غزا) ومن كان قادرا ببدنه وهو فقير فليأخذ من اموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان المأخوذ زكاة او صلة او من ﴿بيت المال او غير ذلك ."

"যার মাল আছে কিন্তু শারীরিকভাবে অক্ষম, সে মাল দিয়ে জিহাদ করবে। সহীহাইনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে: 'যে ব্যক্তি (জিহাদের সরঞ্জাম ও খরচাদি সরবরাহ করে) আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদকে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করে দিল, সেও জিহাদ করল। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে উত্তমভাবে তার পরিবারের দেখাশুনা করল, সেও জিহাদ করল।' আর যে শারীরিকভাবে সক্ষম কিন্তু গরীব, সে যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ অন্য মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করবে- চাই উক্ত সম্পদ যাকাত হোক, দান হোক, বাইতুল মাল থেকে হোক বা অন্য কোন সম্পদ হোক।"-মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ২৮/৪২১

কুরআন, হাদিস ও আইম্মায়ে কেরামের পূর্বোক্ত বক্তব্যের আলোকে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তা হল-

১. জিহাদ প্রত্যেক মুকাল্লাফ তথা আকেল-বালেগ মুসলিমের উপর ফরয।

২. এ ফরয বিধানটি প্রত্যেক মুকাল্লাফের উপর তার সামর্থ্যানুপাতে বর্তাবে।

৩. এ ফরয জিহাদ আদায় করতে হবে জান, মাল ও যবান সবগুলো দিয়ে। যবানের জিহাদ জানের জিহাদেরই একটি প্রকার।

৪. জান মালের মধ্যে কেউ উভয়টাতে সক্ষম হলে উভয়টা দিয়েই আদায় করতে হবে। কেউ কোন একটাতে অসমর্থ্য হলে অপরটা দিয়ে আদায় করবে। যদি জান মাল কোনটাতেই সক্ষম না হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের কল্যাণকামিতার মাধ্যমে জিহাদের দায়িত্ব আদায় করবে।

৫. মাল দিয়ে জিহাদ হবে নিজের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সব বস্তু সংগ্রহে খরচ করার মাধ্যমে বা অন্যকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করার মাধ্যমে।

৬. জান দিয়ে জিহাদের মধ্যে যেহেতু যবানের জিহাদ ও শামিল সেহেতু তার অনেক সূরত হতে পারে। তবে জানের জিহাদের মূল হল নিজে স্বয়ং জিহাদে বের হওয়া ও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

অতএব, প্রত্যেক মুসলিমের উপরই জিহাদ ফরয; যদিও তার আদায়ের পদ্ধতি সামর্থ্যানুপাতে ভিন্ন হবে। তাই এখানে الاستطاعة বা সামর্থ্য জিহাদের ওজুবের শর্ত না আদায়ের শর্ত- এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। এরপরও বলতে গেলে বলা যায়, আকেল-বালেগ-স্বাধীন সকল পুরুষ শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত; যেমন নামায-রোযা ইত্যাদি বিধানের ক্ষেত্রে। আকেল হওয়া, বালেগ হওয়া এবং স্বাধীন পুরুষ হওয়া ওজুবে জিহাদ তথা জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। আর ওজুবে আদা তথা জিহাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার সম্পর্ক প্রত্যেকের সামর্থ্যের সাথে। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু আদায় করবে; যতটুকুতে সামর্থ্য নেই ততটুকু মাফ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

ই'দাদ

জিহাদ কখনই ই'দাদ ছাড়া সম্ভব নয়। আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. (১৯৮৯ হি.) বলেন:

وأما الإعداد، وهو الحلقة الثانية من حلقات الجهاد فهو ضرورة من الضرورات، وهو يعتبر كالوضوء بالنسبة للصلاة، كما أنه لا صلاة بلا وضوء كذلك لا جهاد بلا إعداد. اهـ

"আর ই'দাদ – যা জিহাদের দ্বিতীয় মারহালা – জিহাদের অন্যতম জরুরী ও আবশ্যকীয় বিষয়। নামাযের জন্য ওযু যেমন, জিহাদের জন্য ই'দাদ তেমন। ওযু ছাড়া যেমন নামায আদায় সম্ভব নয়, ই'দাদ ছাড়াও তেমনি জিহাদ সম্ভব নয়।"- মুকাদ্দামাহ্ ফিল হিজরাতি ওয়াল ই'দাদ: ৫৭

আল্লাহ তাআলা যদি স্বতন্ত্রভাবে ই'দাদের আদেশ না দিতেন, তবুও জিহাদের ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার প্রয়োজনে ই'দাদ ফরয হতো। কেননা, মূলনীতি আছে:

ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب

"যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তাও ফরয।"

এরপরও আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্রভাবে ই'দাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ –الانفال:60

"তোমরা কাফেরদের (মোকাবালা করার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও পালিত ঘোড়ার দল প্রস্তুত রাখ, যার দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের এবং ওরা ছাড়াও অন্যদের, যাদের তোমরা জান না। আল্লাহ ওদের জানেন।" –সূরা আনফাল: ৬০

ই'দাদ তরক করা মুনাফিকদের কাজ এবং জিহাদের দাবিতে মিথ্যাবাদি হওয়ার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}

"যদি তারা – যুদ্ধে – বের হওয়ার ইচ্ছা রাখতো, তাহলে তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।"-তাওবা: ৪৬

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال إرهابا للعدو والتقدم في ارتباط الخيل استعدادا لقتال المشركين .اهـ

"আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখতে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের পূর্বপ্রস্তুতিরূপে ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই অস্ত্রপাতি ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে এবং অশ্ববাহিনী প্রস্তুতে অগ্রগামিতা অর্জন করতে আদেশ দিয়েছেন।"- আহকামুল কুরআন: ৩/৮৮

ই'দাদ সংক্রান্ত কিছু দলীল প্রমাণ উল্লেখ করার পর সামনে গিয়ে বলেন:

أن جميع ما يقوي على العدو فهو مأمور باستعداده. وقال الله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو.اهـ

"যা কিছুই শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি যোগাবে তার সবই প্রস্তুত করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

{ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}

‘যদি তারা – যুদ্ধে – বের হওয়ার ইচ্ছা রাখতো, তাহলে তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।’

শত্রুর মোকাবেলার সময় আসার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে এবং তাতে অগ্রগামিতা অর্জন না করার কারণে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের তিরস্কার করেছেন।”- আহকামুল কুরআন: ৩/৮৯

দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

مطلب: في وجوب الاستعداد للجهاد

قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} العدة ما يعده الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل ... وهذا يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه، وهو كقوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل}.اهـ

“মাসআলা: জিহাদের জন্য ই’দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয।

আল্লাহ তাআলার বাণী:

{ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}

‘যদি তারা – যুদ্ধে – বের হওয়ার ইচ্ছা রাখতো, তাহলে তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।’

العدة বলা হয় ঐ জিনিসকে যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে। এ আয়াত প্রমাণ করে, জিহাদের সময় আসার পূর্বেই তার জন্য ই’দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয। এ আয়াত ঐ আয়াতের মতো যেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

‘তোমরা কাফেরদের (মোকাবালা করার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও পালিত ঘোড়ার দল প্রস্তুত রাখ’।”- আহকামুল কুরআন: ৩/১৫৪

***

স্বাভাবিক অবস্থায় ই’দাদ ফরযে কিফায়া। জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে- যেমন বর্তমানে- ই’দাদও ফরযে আইন।

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন:

وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين.اهـ

“অশ্বচালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়।”- তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৬

অতএব, যখন সামর্থ্যের অভাবে কাফের ও মুরতাদদের প্রতিহত করা এবং মুসলিম ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব না হবে, তখন ই’দাদ আবশ্যক।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন:

يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.اهـ

“সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ যখন ফরয থাকে না তখন শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/২৫৯

বুঝা গেল, ফিল-হাল জিহাদের ইস্তিতাআত তথা সামর্থ্য যদি না থাকে তাহলে ই’দাদ করতে হবে। তখন এটিই ফরয। ইস্তিতাআত নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই।

সারকথা: আকেল-বালেগ-স্বাধীন সকল পুরুষের উপর জিহাদ ফরয। জান, মাল, যবান ও সম্ভাব্য সকল পন্থায় তা আদায় করতে হবে। প্রত্যেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী। আর যদি ফিল-হাল মোকাবেলার শক্তি না থাকে, তাহলে ই’দাদ করে শক্তি অর্জন করতে হবে।

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

وصلى الله تعالى على خير خلقه مُحَمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين